ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৭.১.৪৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

গতকাল প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। —ইত্তেফাক

ছাত্রসমাজকে জাতির দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িতে হইবে এরশাদ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম এরশাদ 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দায়ী' ব্যক্তিদের প্রতি পরিণতির ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া কোমলমতি ছাত্রদের বিপথে পরিচালনা না করিয়া দেশ ও জাতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাহাদের সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি শিক্ষক সমাজের প্রতি ছাত্রদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ হইতে সরাইয়া আনিয়া সঠিক পথে পরিচালনারও আহ্বান জানান।

গতকাল (শনিবার) মহাখালীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত প্রথম জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষকসহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাইয়া বলেন, জাতীয় সম্পদ বাড়াইতে সক্ষম হইলে শিক্ষকদেরসহ সকল সমস্যা সমাধান করিতে পারিব এবং ইহা হইলেই আমরা সমৃদ্ধশালী দেশ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইব।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্লোগান ও করতালিমুখর পরিবেশে সরকারী বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য চলতি বৎসর ১লা

(৮ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ইত্তেফাক

তারিখ ... ২৭.১.৪৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

ছাত্রসমাজকে গড়িতে হইবে

(১ম পৃঃ পর)

জানুয়ারী হইতে মাসিক একশত টাকা হারে ব্যাসিক ভাতা সুবিধা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা প্রদানসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার সমাধানের ব্যাপারে দৃঢ়াওয়ারী অঙ্গীকার করেন।

পুনরায় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করায় সমবেত শিক্ষকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এ দেশের শতকরা নব্বই জন মানুষ আল্লাহ ছাড়া আমরা কিছু ভয় পাই না।" মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষা ঐচ্ছিক ঘটনা তাহার অগোচরে ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন এবং চলতি বৎসর হইতে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য তিনি অঙ্গীকার করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে ৩৬ দফা দাবী পেশ করা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে সমাধান দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।"

সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইন মন্ত্রী এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী, বেশ কয়েকজন বিদেশী কূটনীতিক সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, জনদল-এর কিছু নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে আগত সরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুল, বেসরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের পাঁচটি সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী হাজার হাজার প্রবীণ ও নবীন শিক্ষক সকাল হইতে সম্মেলন স্থলে অপেক্ষমান ছিলেন। কালো শেরওয়ানী পাজামা পরিহিত প্রেসিডেন্ট এরশাদ অপরাহ্ণ দুইটা দশ মিনিটে অনুষ্ঠানস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হয়। মওলানা মান্নান সমবেত শিক্ষকদের প্রতি দুই হাত তুলিয়া জেনারেল এরশাদের প্রতি সমর্থন ঘোষণার আহ্বান জানাইলে আগত শিক্ষকগণ তাহাতে সাড়া দেন।

অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (শহীদুল্লাহ) সভাপতি অধ্যক্ষ এ, কে, এম শহীদুল্লাহ, সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ, কে, এম, আলী রেজা, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মওলানা খোন্দকার নাসিরুদ্দিন, সরকারী শিক্ষক সমিতির (মাধ্যমিক স্কুল) সভাপতি মীর আবদুল বাতেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদুর রহমান এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (মান্নান-খালেক) সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল খালেক ও বক্তৃতা করেন। শুরুতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের উদ্দেশে একটি মানপত্রও পাঠ করা হয়। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বিভিন্ন ইউনিট প্রতিনিধিগণ শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবী জানান।